স্বাধীনতার প্রথম দিন

লেঃ কর্নেল মোঃ আবদুল খালেক
পি এস সি (অবঃ)

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে, হলছেড়ে গ্রামের বাড়ীতে আসতে হলো। প্রতিদিনের মত সকালে ঢাকা বেতার খুলেই শুনি বেতারে চলছে দেশাত্মবোধক গান -"পলাশ ডাকা, কোকিল ডাকা, আমার এ দেশ ভাইরে————-'। শেষ হবার পরও পূনঃ পূনঃ একই গান বাজছিল। কিছুক্ষন পর কোন রকম ঘোষনা ছাড়া বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল। গত দুই সপ্তাহ যাবৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে কারফিউ ও পাক সেনা বাহিনীর গুলিতে লোকজনের মৃত্যু হচ্ছিল। জনতার আন্দোলনের যাবতীয় খবর আমরা ঢাকা বেতার থেকেই শুনছিলাম। ২৩ মার্চ '৭১ সারা দেশে "প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে পালিত হয় এবং দেশের সর্বত্র নূতন পতাকা উত্তোলন করা হয়।
আগের রাতের খবর ছিল –

> চট্রগ্রামে মিছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাতিয়ার বোঝাই জাহাজ চট্রগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। তখানে মিছিলে মধ্যরাতে ১৫-২০ জন লোক সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা গেছে।

২৬ মার্চ সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা বেতার থেকে উর্দ্দুতে একটি ঘোষনা এল। ঘোষনার অর্থ যা বুঝলাম তা ছিল-ঢাকা তে কারফিউ,সামরিক শাসন জারী এবং কিছুক্ষণের ভিতর আঞ্চলিক সেনা প্রধান জেনারেল টিক্কা খানের বিশেষ ভাষণ প্রচারের কথা। কিছুক্ষণ পর জেনারেল টিক্কা খানের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভীতিমূলক কিছু সামরিক বিধিমালা ঘোষণার পর ঢাকা বেতার আবার বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকাতে কি ঘটছে তা জানার জন্য কোথাও থেকে কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও কলিকাতা বেতার থেকে "সংবাদ পরিক্রমা' ও স্বাভাবিক খবরে তখনকার পূর্ব বাংলার যাবতীয় খবর আমরা শুনতাম কিন্তু ২৬ মার্চ সকালের খবরে পূর্ব বাংলার কোন খবর প্রচারিত হলো না। বেলা সাড়ে বারোটায় কলিকাতা বেতার খোলার পর তারা স্বাভাবিক অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে প্রচার করল-

'পূর্ব বাংলায় গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় পাক সেনাদের সাথে বাংগালী পুলিশ,ই পি আর,ছাত্র ও সাধারন জনতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলিতেও পাক সেনাদের সাথে জনতার চলছে প্রতিরোধ যুদ্ধ।'

এ ঘোষণার পর পরপর-ই বেতার থেকে বেজে উঠল-"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস'———-, বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের রচিত বাংগালীদের হৃদয়স্পর্শী এ গানটি। আমার চোখে সমুদ্র ভাসল,উপচে পড়ল লোনা পানির ঢেউ। কিছুক্ষণ পরপর একই ঘোষণা এবং একই গান। আবেগে আপ্লুত হলাম। বুঝলাম এ যুদ্ধ গৃহ যুদ্ধ নয়।
এ যুদ্ধ আমাদের প্রাণের যুদ্ধ,আমাদের বহু আকাংখিত স্বাধীনতার যুদ্ধ। পরম করুণাময়ের কাছে এ যুদ্ধ জয়ের জন্য দুহাত তুলে প্রার্থনা করলাম। উদগ্রীব হয়ে গেলাম সবার কাছে এ সংবাদটি দেবার জন্য। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম-স্বাধীন বাংলাদেশের আলোকিত প্রথম আকাশ। চারপাশে গ্রামবাংলার প্রান্তর ও সবুজকে মনে হচ্ছিল- গর্বের এক সোনার নতুন বাংলাদেশ। মনের অজান্তে এক মুঠো মাটি হাতে তুলে বলে উঠলাম-হে আমার স্বাধীন দেশের মাটি আসলেই আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। রাত পৌনে আটটায় কানে এল বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন । চট্রগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলায় ও ইংরেজীতে বার বার স্বাধীন বাংলা ঘোষণার কথা প্রচার করছিলেন। চট্রগ্রাম বেতার ই ছিল প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র।

.....